শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

দ্বিতীয় অধ্যায় – দিব্যভাব ও দিব্য সেবা

- **১.২ দিব্যভাব ও দিব্য সেবা**
  - ১-৭: সূত গোস্বামীর উত্তর
    - ২-৪: সূত গোস্বামীর মঙ্গলাচরণ
    - ৫: ঋষিদের প্রশ্নের প্রশংসা
    - ৬-৭: ১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তর (১.১.৯ ও ১১ এ জিজ্ঞাসিত) - ভক্তি
  - ৮-১৫: কেবল ভক্তিই পরম প্রয়োজন
    - ৮-১০: স্বধর্ম ও তাদের উদ্দেশ্য
    - ১১: অদ্বয় জ্ঞান পরম সত্যের ত্রিবিধ প্রতীতি
    - ১২: ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরম সত্যের উপলব্ধি
    - ১৩: বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম ফল - শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান
    - ১৪: সুতরাং ৪ টি করণীয় কৃত্য - শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং আরাধনা
    - ১৫: অনুস্মরণ রূপ তরবারি দ্বারা কর্ম-বন্ধন ছেদন
  - ১৬-২২: ভক্তি প্রগতি
    - ১৬-২০: ভক্তির বিভিন্ন স্তর
    - ২১-২২: উপসংহার - সকল পরমার্থবাদীরাই ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন
  - ২৩-২৯: কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য
    - ২৩-২৫: গুণাবতারদের মধ্যে বিষ্ণুই আরাধ্য
    - ২৬-২৭: দেবোপাসনা বর্জন
    - ২৮-২৯: বাসুদেবই সকল মার্গের উদ্দেশ্য
  - ৩০-৩৩: ৪র্থ প্রশ্নের উত্তর
    - শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পুরুষাবতারের বিস্তারের মাধ্যমে এই জগতের প্রকাশ
  - ৩৪: ৩য় প্রশ্নের উত্তর
    - জীবোদ্ধারের জন্য ভগবানের অবতার

১-৭: সূত গোস্বামীর উত্তর

📖 ১.২.১ – ঋষিদের প্রশ্নে সূত গোস্বামীর পরিতৃপ্তি এবং তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে উত্তর প্রদান আরম্ভ।

১.২.২-৪ – সূত গোস্বামীর মঙ্গলাচরণ।

📖 **১.২.২** – শুকদেবের গৃহত্যাগ, বিরহকাতর পিতার পুত্রকে আহ্বান, বৃক্ষরাজির প্রত্যুত্তর।

📖 **১.২.৩ – গুরু প্রনাম**

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে প্রণাম, যিনি হচ্ছেন –

- ব্যাস-তনয়,
- মুনিগণের গুরু,
- শ্রীমদ্ভাগবত বক্তা,
- স্বীয় অনুভবের দ্বারা তা হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে -

- সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সার (অখিল শ্রুতি সারম্),
- অনুপম আত্মতত্ত্ব প্রকাশক দীপ-সদৃশ (অধ্যাত্ম দীপম্),
- সর্বপুরাণ-রহস্য (পুরাণ গুহ্যম্),

এই প্রার্থনায় শ্রীল সূত গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকার সারমর্ম বিশ্লেষন করেছেন। (তাৎপর্য)

📖 **১.২.৪ – শ্রীগুরু-প্রণামের পর দেবতাদির প্রণাম** –

- অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদ্বয় – নর-নারায়ণ ঋষি
- গ্রন্থ দেবতা – শ্রীকৃষ্ণ (নরোত্তমম্)
- গ্রন্থ শক্তি – পরাবিদ্যারূপিনী সরস্বতী
- গ্রন্থ ঋষি – ব্যাসদেব

📖 **১.২.৫** – যথার্থ প্রশ্ন – কারন সেগুলি কৃষ্ণ বিষয়ক, আর তাই তা –

- জগতের মঙ্গল সাধন করে
- আত্মা সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়

১.২.৬-৭: ১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তর প্রদান ৯ ও ১১ এ.১.১) (জিজ্ঞাসিত

📖 **১.২.৬ – পরধর্ম - আত্মার প্রসন্নতা বিধানকারী অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি**

- অহৈতুকী
- অপ্রতিহতা

(সূত্রঃ ৬ষ্ট শ্লোকে পরধর্মের কথা উল্লেখ হয়েছে। ৭ম ও ৮ম শ্লোকে সেই পরধর্মের বিষয় বিস্তার করেছেন এবং ৯ম ও ১০ম শ্লোকে ইতর ধর্মের সাথে পরধর্মের পার্থক্যবিচার বর্ণিত হচ্ছে।) (গৌড়ীয় ভাষ্য)

📖 **১.২.৭ – ভক্তিদেবীর ২ পুত্র**

- বৈরাগ্য
- জ্ঞান (শুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞান)
  - ❋ এখানে 'জ্ঞান' মানে ভগবানের রূপ, গুণ, মাধুর্য্যাদির অনুভব।
  - ❋ 'অহৈতুকী' শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যে এই জ্ঞান মোক্ষাভিসন্ধি বিরহিত।

গৌড়ীয় ভাষ্যঃ ভক্তির অভাবে বৈরাগ্য ও জ্ঞান অভিবাবকহীন।

মন্তব্যঃ ১ম প্রশ্ন ছিল 'পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয় কি' এবং ২য় প্রশ্ন ছিল 'সর্ব শাস্ত্রের শ্রোতব্যসার কি'। উত্তর হচ্ছে ভক্তি (১.২.৬-৭) এবং পরবর্তীতে ১.২.২৯ পর্যন্ত এই ভক্তিপন্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৮-১৫: কেবল ভক্তিই পরম প্রয়োজন

(সূত্র - বর্ণাশ্রম ধর্ম কেন পরম ধর্ম হবে না?)

📖 **১.২.৮** – ভগবদ্-ভাগবত মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে রতি উৎপাদন বিনা বর্নাশ্রম ধর্ম বৃথা শ্রম মাত্র।

📖 **১.২.৯** – সমস্ত ধর্মের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি লাভ। এই উদ্দেশ্য যেন বিচ্যুত না হয়।

(সূত্র – জড় বিষয় উপযোগের উপায়)

📖 **১.২.১০** – মানব জীবনের উদ্দেশ্য– তত্ত্বজিজ্ঞাসা (ইন্দ্রিয়সুখভোগ নয়)।

এই চক্রবন্ধন থেকে মুক্তির পথ – তত্ত্বজিজ্ঞাসা। (গৌড়ীয় ভাষ্য)

(সূত্র – পরম সত্য কি?)

📖 **১.২.১১** – অদ্বয় জ্ঞান পরম সত্যের ত্রিবিধ প্রতীতি –

- ব্রহ্ম (জ্ঞান মার্গের উপলব্ধি)।
- পরমাত্মা (যোগ মার্গের উপলব্ধি)।
- ভগবান (ভক্তি মার্গের উপলব্ধি)।

(সূত্র – তাঁর প্রাপ্তি-সাধন উপায় কি?)

📖 **১.২.১২** – ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরম সত্যের উপলব্ধি।

- শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা ৭ম অধ্যায় ১০২ নং শ্লোকের তাৎপর্যে এই ১.২.১২ শ্লোকটি সম্পূর্ণ অনুবাদ ও তাৎপর্যসহ উদ্ধৃত করেছেন।
- তাছাড়াও তিনি এই শ্লোকের ব্যাপারে তিনি লিখেছেন -

ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া – ভগবদ্ভক্তি উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৯ম অ ১০ম শ্লোকে কর্মীগণের বিচারের অকর্মণ্যতা প্রদর্শন করে ১১শ ও ১২শ শ্লোকে মায়াবাদিগণের কুবিচারকে নিরাস করছেন।)

📖 **১.২.১৩** – অতএব বর্ণাশ্রম ধর্মের চরম ফল শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান।

📖 **১.২.১৪** – সুতরাং ৪ টি করণীয় কৃত্য - শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ এবং আরাধনা।

❋ পূর্বোক্ত বর্ণ এবং আশ্রমের প্রতিটি স্তরেই এই চারটি পন্থা হচ্ছে সাধারণ বৃত্তি। (তাৎপর্য)

(সূত্র – এরূপ ভক্তির যোগ্যতা হচ্ছে ভগবদ্ বাণীতে শ্রদ্ধা।)

📖 **১.২.১৫** – ভগবানের অনুস্মরণ রূপ তরবারি দ্বারা কর্ম-বন্ধন ছেদন হয়। তাই কেই বা এই কথায় রতিযুক্ত হবে না।

১৬ - ২২: ভক্তি প্রগতি

শ্লোক ও স্তর	সংস্কৃত বাক্যাংশ	ভক্তির ১৪ টি স্তর
শ্লোক ১৬ শ্রদ্ধা-সাধুসঙ্গ-ভজন ক্রিয়া	*স্যান্ মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ* - ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার ফলে সম্ভব হয়	১। সতাম্-কৃপা – সাধুজনের কৃপা ২। মহৎ-সেবা
	শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য - মনোযোগ এবং সাবধানতা সহকারে শ্রবণাভিলাষী	৩। শ্রদ্ধা
	পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ - যাঁরা সব রকম পাপ থেকে মুক্ত তাঁদের সেবা করার মাধ্যমে	৪। গুরু-পদাশ্রয়
	বাসুদেব কথা রুচিঃ - বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথায় আসক্তি	৫। ভজনে-স্পৃহা
শ্লোক ১৭ ভজনক্রিয়া – অনর্থ নিবৃত্তি	*শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণ কীর্তনঃ* - পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ পবিত্র কথা শ্রবণ-কীর্তনে স্পৃহা লাভ	
	হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃদ সতাম্ - শ্রীকৃষ্ণ যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনা বিনাশ করেন	অভদ্র সমূহ
শ্লোক ১৮ অনর্থ নিবৃত্তি - নিষ্ঠা	*ভক্তির ভবতি*– ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা	৬। ভক্তি
	নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া - নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলে এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করলে হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়	৭। অনর্থ নিবৃত্তি
	ভগবতি উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী - তখন উত্তম শ্লোকের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়	৮। নিষ্ঠা
শ্লোক ১৯ রুচি - আসক্তি	*তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে* - তখন রজ ও তমোগুণের প্রভাবজাত কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুসমূহ হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে যায়	৯। রুচি
	চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি - তখন ভক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন	১০। আসক্তি
শ্লোক ২০ ভাব (রতি) প্রেম	*এবং প্রসন্নমনসো* - এইভাবে যাঁর চিত্ত প্রসন্ন হয়েছে	১১। রতি
	ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ - শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের সেবার প্রভাবে	১২। প্রেম
	ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে - তিনি সব রকম জড়-বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন	১৩। দর্শন ১৪। শ্রীহরির মাধুর্যের অনুভব

এই ছকে ভক্তিপথের ১৪টি প্রগতিশীল ধাপের কথা বলা হয়েছে যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর 'সারার্থ দর্শিনী' নামক টিকায় ১৬-২১ নং শ্লোকে বর্ণনা করেছেন। এই ধাপগুলি নারদমুনির পূর্বজীবনে পরিলক্ষিত হয়।

📖 **১.২.২১ – ভক্তিযোগ অনুসরনের ফল**

- ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ - হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়
- ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ - সমস্ত সংশয় দূর হয়
- ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি - সমস্ত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়
- দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে - আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবানকে দর্শন হলে

📖 **১.২.২২ - সকল পরমার্থবাদীরাই ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন**

'পরময়া মুদা' – এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে এমনকি সাধনকালেও কোন কষ্ট নেই। অন্যান্য পন্থা যেমন, কর্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতির মত ভক্তিযোগে সাধনে কোন কৃচ্ছ্রতা বা আয়াসের প্রয়োজন নেই। আনন্দ সহকারেই আনন্দময় শ্রীগোবিন্দের সেবা করতে হয়। (সারার্থ-দর্শিনী)

২৩-২৯: কৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য

সূত্রঃ পূর্ববর্তী বিভাগে (১.২.৬-২২) ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এখন এই বিভাগে ভগবানই পরম আরাধ্যরূপে নিরূপিত হয়েছেন।

<u>১.২.২৩-২৫ – গুণাবতারদের মধ্যে বিষ্ণুই আরাধ্য।</u>

📖 **১.২.২৩** – পরমেশ্বর ভগবান ত্রিগুণের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত –

- পালন (সত্ত্ব) – বিষ্ণু (কেবল বিষ্ণুর কাছে থেকেই আত্যান্তিক মঙ্গল সাধিত হয়)
- সৃষ্টি (রজ) – ব্রহ্মা
- বিনাশ (তম) – শিব।

📖 **১.২.২৪** –

কাঠ < ধোঁয়া < অগ্নি (বৈদিক যজ্ঞের দ্বারা উচ্চতর জ্ঞান লাভ হয়)।

তম < রজ < সত্ত্ব (সত্ত্বগুণের দ্বারা পরম সত্য লাভ হয়)।

(সূত্রঃ পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এখন আরও বিস্তারিতভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য প্রথমে সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে হবে।) (তাৎপর্য)

📖 **১.২.২৫ – পূর্ব প্রমাণের উদ্ধৃতি** - পূর্বেও সমস্ত মহর্ষিরা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করে আত্যন্তিক মঙ্গল প্রাপ্ত করেছিলেন। আর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখনও তা সম্ভব।

১.২.২৬-২৭ – দেবোপাসনা বর্জন

📖 **১.২.২৬ – মুক্তিলাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহীগণ –**

- অসূয়ারহিত
- সকলের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ
- ভয়ঙ্কর আকৃতি বিশিষ্ট দেব-দেবীদের ত্যাগ করেন
- কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর অংশ অবতারদের নিত্য আনন্দময় রূপের আরাধনা করেন।

📖 **১.২.২৭ – কিন্তু অন্যদের দেবোপাসনার কারন –**

- রজ ও তমগুণের অধীন
- স্ত্রী, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং সন্তান-সন্ততি আদি জড় বিষয়-ভোগের বাসনার দ্বারা প্রভাবিত

(সূত্র – কিন্তু বেদে তো পিতৃ এবং দেবতাদের পূজার কথাও বলা হয়েছে। তাহলে এতে সমস্যা কি? – কারণ বেদের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।)

📖 **১.২.২৮-২৯ -** পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে আরাধনার একমাত্র বিষয়, সে কথা এই দুটি শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে।

বাসুদেবপরা বেদা	বৈদিক শাস্ত্রে জ্ঞানের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
বাসুদেবপরা মখাঃ	যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের প্রীতি-বিধান
বাসুদেবপরা যোগা	যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা
বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ	সমস্ত সকাম কর্মের চরম ফল তিনিই দান করেন
বাসুদেবপরং জ্ঞানং	পরম জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা
বাসুদেবপরং তপঃ	সমস্ত তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে জানা
বাসুদেবপরো ধর্মো	তাঁর প্রতি প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য
বাসুদেবপরা গতিঃ	তিনি হচ্ছেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য

বি.দ্র. ১ম ও ২য় প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পর সূত গোস্বামী ৪র্থ প্রশ্নের উত্তরে পুরুষাবতারদের সম্বন্ধে বলছেন।

৩০-৩৩: ৪র্থ প্রশ্নের উত্তর

📖 **১.২.৩০ – কারণোদকশায়ী বিষ্ণুঃ** নির্গুণ ভগবান কর্তৃক স্বীয় ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা মায়া শক্তিকে নিরীক্ষণ করে বিশ্ব সৃষ্টি।

📖 **১.২.৩১ – গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুঃ** সৃষ্টির পর ভগবান তাঁর বিস্তারের মাধ্যমে সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন কিন্তু নিজে প্রাভাবিত না হয়ে সর্বদা তাঁর অপ্রাকৃত পূর্ণ জ্ঞানময় স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন।

📖 **১.২.৩২ – ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুঃ** ভগবান সব কিছুর মধ্যে পরমাত্মা রূপে পরিব্যাপ্ত আছেন। উদাহরণঃ কাঠের মধ্যে যেমন আগুন নিহিত থাকে।

📖 **১.২.৩৩ – ভগবানই পরম কারণঃ** পরমাত্মা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর সৃষ্ট জীবেদের দেহে প্রবেশ করেন এবং সূক্ষ্মউজ মনের দ্বারা তাদের এই সমস্ত গুণগুলির প্রতিক্রিয়া ভোগ করান।

বি.দ্র. - পুরুষাবতারদের সম্বন্ধে পরবর্তীতে ১.৩.১-৫ এ আরও বর্ণনা করা হয়েছে। তার আগে সূত গোস্বামী ভগবানের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বিষয়ক ৩য় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

📖 **১.৩.৩৪ – ৩য় প্রশ্নের উত্তর। (১.১.১২ - বাসুদেবের চরিত - কৃষ্ণাবতারের উদ্দেশ্য কি?)**

- এইভাবে সমস্ত জগতের পতি দেবতা, মনুষ্য এবং পশু অধ্যুষিত সমস্ত গ্রহ লোকগুলি প্রতিপালন করেন।
- বিভিন্ন অবতারে তিনি তাঁর লীলা-বিলাস করে বিশুদ্ধ-সত্ত্বেও অধিষ্ঠিত জীবসমূহকে উদ্ধার করেন।

বি.দ্র. - শ্রীধর স্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেন যে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের বিশেষ উদ্দেশ্য কুন্তি মহারাণীর প্রার্থনায় শ্রীমদ্ভাগবত ১.৮.৩৫ এ বর্ণিত হয়েছে। এই ৩য় প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ভাগবত ১০.৮.৪৯ এও পাওয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকগুলির তাৎপর্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জগতের বদ্ধ জীবাত্মাদেরকে উদ্ধার করে চিদজগতে নিয়ে যাওয়া।